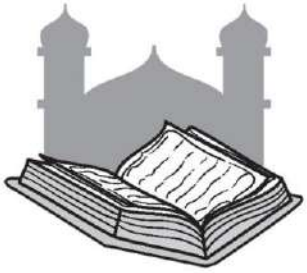

হাদিসের মহান শিক্ষা ও উপদেশ

মোস্তাক আহ্‌মাদ

প্রতীক

ভূমিকা

মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সততার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী। নবী জীবনের ঘটনা ও বাণী ধর্মীয়, নৈতিক ও সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের জীবনের কল্যাণ ও মুক্তিলাভের উপায়। মহানবীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, কাজে-কর্মে অনুপ্রেরণায় যেমন সততার উজ্জ্বল স্বাক্ষর মেলে তেমনি তিনি নানা হাদিস মারফত উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সততার নজির তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, একবার এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নিকট থেকে এক খণ্ড জমি কিনলো। ক্রেতা তার কেনা জমিতে স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ একটি কলসি পেলো। সে তৎক্ষণাৎ ঐ জমির সাবেক মালিকের নিকট কলসিটি নিয়ে গেলো এবং বললো, 'তোমার এই স্বর্ণ নিয়ে নাও, তোমার জমিতে এটি পাওয়া গেছে। আমি তো তোমার কাছ থেকে জমি কিনেছি। স্বর্ণ কিনিনি।'

সাবেক জমিওয়ালা বললো, 'না, ও স্বর্ণ তোমার। কেননা আমি ঐ জমিতে যেখানে যা কিছু আছে—সব মিলে বিক্রয় করেছি।' কিন্তু ক্রেতা কিছুতেই এ কথা মানতে রাজি হলো না। অবশেষে তারা উভয়েই তৃতীয় এক ব্যক্তির সালিশ গ্রহণ করলো। তৃতীয় ব্যক্তিটি উভয়ের বক্তব্য শুনলেন। দেখলেন, উভয়ে নিজ নিজ বক্তব্যে অনড়। তখন বিরোধ মিটাবার কী উপায় করা যায় ভাবতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত একটি কৌশল তিনি উদ্ভাবন করে নিলেন। তিনি বিবাদমান লোক দু'টিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের কোনো সন্তান আছে কি?' একজন জানালো তার একটি ছেলে আছে। অপরজন জানালো তার একটি মেয়ে আছে। সালিশদার বললেন, 'ঠিক আছে। এই স্বর্ণ তোমাদের কাউকেই নিতে হবে না। তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েকে পরস্পরের নিকট বিয়ে দাও। এই স্বর্ণ দিয়ে বিয়ের ব্যয় নির্বাহ কর এবং যা বেঁচে যায়, তা নব দম্পত্তিকে উপঢৌকন দাও। উভয়ে এই রায় বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলো।'

—বুখারি ও মুসলিম শরিফ

উক্ত হাদিসের শিক্ষা

১. যে কোনো বিরোধ বা বিতর্কের মীমাংসার জন্য নিরপেক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যস্থতা গ্রহণ করা ইসলামি রীতি। এই তৃতীয় ব্যক্তি উভয় বিবাদমান পক্ষের সম্মতিক্রমে মনোনীত হবে এবং তার ফয়সালা মেনে নেয়া উভয়ের জন্য কর্তব্য হবে।

২. আলোচ্য ঘটনার বিবাদমান ব্যক্তিদ্বয় খোদাভীরুতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। উভয়েই জমির ভেতরে প্রাপ্ত স্বর্ণ অপর পক্ষকে দেয়ার জন্য উদগ্রীব। একজন মুমিনের প্রকৃত চরিত্র এরকমই হওয়া চাই।

৩. ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে বিক্রেতার বক্তব্যই সঠিক। কেননা জমি যখন বিক্রয় অথবা দানসূত্রে হস্তান্তরিত হয়, তখন বিক্রেতা বা দাতা ইচ্ছাপূর্বক কোনোকিছু বাদ না দিলে ঐ জমির ওপরে বা অভ্যন্তরে যা-ই থাকে, সব মিলেই হস্তান্তরিত হবে। দাতা বা বিক্রেতা যদি কোনো জিনিস দান বা বিক্রয় বহির্ভূত বলে ঘোষণা করে, তবে তা হস্তান্তরের আগেই অথবা যে সময়ের জন্য ক্রেতা বা গ্রহীতা অনুমতি দেয়, সে সময়ের মধ্যেই তা সরিয়ে নিতে হবে।

৪. ছেলে বা মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্য কী ধরনের পরিবার ও কী ধরনের বর-কনে খোঁজা দরকার, সে ব্যাপারেও এই কাহিনিটিতে চমৎকার শিক্ষা রয়েছে। একটি উন্নত মানের ইসলামি চরিত্রসম্পন্ন পরিবারের বর-কনে প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের কাম্য হওয়া উচিত। পরিবারের ইসলামি ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখার এটাই একমাত্র উপায়।

এরকম অসংখ্য হাদিসের শিক্ষা ও বাণীর আলোকে মানবজীবনের মুক্তি ও কল্যাণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থের প্রতিটি শিরোনামে। সকল শ্রেণির পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থটি পাঠ করে উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

—মোস্তাক আহ্‌মাদ

সূচিপত্র

দানশীল ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর করুনাধারা ১৯-২২

- কৃপণতার পরিণতি সম্পর্কে বিশ্বনবী (সা.) ২০
- অকৃতজ্ঞতার পরিণাম সম্পর্কে মহানবীর শিক্ষা ২০

মহানবীর আদর্শ ও দান সম্পর্কে হাদিসের শিক্ষা ২৩-২৮

- প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের সুফল ২৪
- তিন রকমের প্রতিবেশী ২৪
- মহানবীর নজিরবিহীন ক্ষমা প্রদর্শন ২৫
- মক্কা বিজয়ের দিনে বিশ্বনবীর ক্ষমা প্রদর্শন ২৫
- বিশ্বনবী (সা.) আবদুল্লাহ বিন উবাই-এর জানাজায় হাজির হলেন ২৭
- বিশ্বনবী (সা.)-এর জীবননাশে আগত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন ২৭
- বিশ্বনবীর সাহাবির অদ্ভুত আতিথেয়তা ২৮

সালমান ফারসী (রা.) ও মহানবীর ঘটনা ২৯-৩৭

- মহানবী (সা.)-এর কাছে ইহুদিদের প্রশ্ন ও সঠিক উত্তর লাভ ৩০
- দুই উটের ঘটনা ও মহানবী (সা.)-এর গায়েবি সংবাদ ৩১
- ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ও মহানবীর গায়েবি ইঙ্গিত ৩২
- হজরত আবু আয়াশ (রা.)-এর ঘোড়া ৩৩
- মহানবীর নবুয়তের বাতি ৩৪
- মহানবী (সা.)-এর হাতের ছোঁয়ায় উতবাহ (রা.)-এর শরীরের খোশবু ৩৪

- মহানবীর কুদরতি ফুঁকে ফুয়ায়েকের অন্ধত্ব মোচন ৩৫
- মহানবী (সা.)-এর বিচক্ষণতা ও তীর দ্বারা পানির ঝরনা প্রবাহিতকরণ ৩৬

মহানবীর মহান শিক্ষা ৩৮-৪৪

- মহানবীর সাম্যবাদ শিক্ষা ৩৮
- বিশ্বনবী (সা.) কর্তৃক জনৈক সাহাবির বাড়িতে নামাজের স্থান নির্ধারণ ৩৮
- কাউকে কষ্ট না দেওয়া প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (সা.)-এর শিক্ষা ৩৯
- আজানের ঠাট্টাকারীর প্রতি বিশ্বনবীর মহান শিক্ষা ৩৯
- দোষ-ত্রুটি সংশোধন করার ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর নৈতিক আদর্শ ৪০
- হাদিসে মহানবীর অভূতপূর্ব ঘটনাবলি ৪০
- খন্দকের পাথর ৪১
- আল আসওয়াদ রাখাল ও মহানবীর ঘটনা ৪২
- হজরত আলী (রা.)-এর চোখ ৪৩

মহানবীর অনুপম জীবনাদর্শ ৪৫-৫৩

- পরিখা যুদ্ধে নবীজী মাটি বহন করেন ৪৫
- খাবার তৈরিতে বিশ্বনবী (সা.) জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করেন ৪৬
- বিশ্বনবী (সা.) নিজ খাদেমকে পালাক্রমে উটের পিঠে চড়িয়ে নিলেন ৪৬
- আইনের চোখে সবাইকে সমান মূল্যায়ন করা বিশ্বনবীর আদর্শ ৪৭
- বিশ্বনবীর আদেশ প্রত্যেক মুসলিমের শিরোধার্য ৪৮
- চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া মহানবী (সা.) হত্যার রায় দিলেন না ৪৯
- ঋণ পরিশোধের জন্য পরিধেয় বস্ত্র দান করেন ৫০
- রাসুল প্রেমিক আহলে সুফফার উপমা ৫০
- প্রতিজ্ঞা পালনে ও সন্ধির শর্তে মহানবী (সা.) ৫১
- ওয়াদা পালনে যুদ্ধে যাওয়া হলো না ৫১
- বিশ্বনবী (সা.) কর্তৃক বুড়ির কবরে পুনরায় জানাজা পড়া হল ৫২
- মহানবীর বিনয় প্রদর্শনের নজির ৫২
- মহানবী (সা.) নিজের জুতা নিজেই সেলাই করেন ৫২
- কুরাইশদের গালির প্রত্যুত্তরে বিশ্বনবীর সরল জবাব ৫৩

শিশুদের প্রতি মহানবীর ভালোবাসা ৫৪-৬৩

- বিশ্বনবী (সা.)-এর হাদিস ও পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের হক ৫৪
- শিশুদের ভালোবাসায় বিশ্বনবী (সা.)-এর নামাজ সংক্ষিপ্তকরণ ৫৫
- মুশরিক শিশুদের জন্য বিশ্বনবী (সা.)-এর মমত্ববোধ ৫৫
- মহানবীকে ঘিরে ছোট মেয়েদের গান গাওয়া ৫৫
- বিশ্বনবী (সা.) কর্তৃক দশজনের খাবারে এক হাজার মেহমানের আপ্যায়ন ৫৬
- মহানবীর দোয়ায় বৃষ্টির ঢল ৫৭
- চন্দ্রের প্রতি মহানবীর মু'জিজা প্রদর্শন ৫৮
- সূর্যের উপর মহানবীর কর্তৃত্ব ৫৮
- মহানবীর হারানো উটের গায়েবি সন্ধান ৫৯
- বিশ্বনবীর লালার বরকতে সাপের বিষ পানি হলো ৫৯
- বিশ্বনবীর হাতে কা'বার চাবি ৫৯
- মহানবীর সাথে হামাহ নামক জিনের আলাপন ৬০
- বিশ্বনবীর মু'জিজায় বিস্মিত হয়ে চাচা হজরত আব্বাস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ৬১
- ভুলের জন্য অনুতপ্ত হলে আল্লাহ মাফ করেন ৬২
- মহানবীর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন ৬২

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে মহানবীর নির্দেশ ৬৪-৭৩

- মুশরিক মায়ের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে মহানবীর নির্দেশ ৬৪
- কোনো পিতা-মাতাকে গালি না দিতে বিশ্বনবী (সা.)-এর কঠোর নির্দেশ ৬৫
- বিশ্বনবী (সা.)-এর হাদিস মায়ের সমতুল্য হল খালা ৬৫
- পিতামাতার মৃত্যুর পর করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে বিশ্বনবী (সা.)-এর নির্দেশ ৬৫
- দুধ মাতার প্রতি বিশ্বনবীর সম্মান প্রদর্শন ৬৬
- মহানবীর দাসমুক্তির নজির ৬৬
- দাসীকে সুশিক্ষা দিয়ে বিয়ে করার ফলাফল ৬৭
- নিজেকে এবং প্রতিবেশী সকলের সৎলোক হওয়ার তাগিদ ৬৭
- উক্ত ঘটনার শিক্ষণীয় বিষয় ৬৮
- ওয়াদামতো ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্বনবীর উপদেশ ৬৮

- কে ধনী, কে গরিব ৭০
- মহানবীর সততার শিক্ষা ৭০
- উক্ত হাদিসের শিক্ষা ৭১
- তওবার মহিমা সম্পর্কে মহানবীর শিক্ষা ৭১
- উক্ত হাদিসের শিক্ষা ৭২

হাদিসে নারী জাতির মর্যাদা ও গুরুত্ব ৭৪-৮৩

- মহানবী (সা.)-এর উপদেশ, নারীদের ফরজ কাজই যথেষ্ট ৭৪
- ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রদানে মহানবীর শিক্ষা ৭৫
- খাবার না থাকলে মহানবী (সা.) রোজা রাখতেন ৭৬
- উক্ত হাদিসের শিক্ষা ৭৬
- ধনীদের আগে গরিবরা জান্নাতে যাবে ৭৬
- গরিব অবস্থায় থাকার জন্য মহানবীর দোয়া ৭৭
- ধন-দৌলত ও পুণ্য দান আল্লাহর মেহেরবানি ৭৭
- ক্ষুধার জ্বালায় বাগান থেকে খেলো ৭৮
- ঋণ পরিশোধে হাদিসের মহান শিক্ষা ৭৮
- ঋণ পরিশোধে তাগাদা করলে দোষ নেই ৭৯
- ঋণের কারণে বিশ্বনবী (সা.) বেদুইনের বকাবকি শুনলেন ৭৯
- পিতার অপরাধে পুত্রের শাস্তি হয় না ৭৯
- হুনাইন যুদ্ধে মহানবী (সা.) অস্ত্র ধার নিলেন ৮০
- ঋণগ্রস্তের প্রতি রাসুল (সা.)-এর শিক্ষা ৮১
- উক্ত হাদিসের শিক্ষা ৮১
- হজরত আছিয়া (রা.)-এর ঘটনা ৮১

নবীপ্রেমিক আবু যর (রা.)-এর ঘটনা ৮৪-৯১

- মহানবী (সা.)-এর বরকতি হাতের খেজুর ৮৬
- মহানবীর বরকতে বনি সায়াদের পানিপূর্ণ কূপ ৮৭
- মহানবীর আনুগত্যে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর সাফল্য ৮৮
- মহানবী (সা.) কর্তৃক শাহাদাতের গায়েবি সংবাদে উরওয়াহ বিন মাসউদ (রা.) ৮৯
- মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীর পরিণাম ৯০

ঈমানদার রমণীর কাহিনি ৯২-০৫
- খলিফা উমর (রা.)-এর আমলের ঘটনা ৯৭
- কবি তোফায়েল ইবনে আমর দাউসীর ইসলাম গ্রহণ ৯৮
- হজরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ১০২

উৎসব আনন্দের প্রতি মহানবীর সম্মতি ১০৬-১৫
- মানব জাতির মুক্তির জন্য হাদিসের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা ১১২
- মহানবীর তরবারি ও বেদুইন পথিকের ঘটনা ১১৩
- বিশ্বনবী (সা.) আমাদের যা শিক্ষা দিলেন ১১৪
- নামাজে লম্বা কিরাত পাঠ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (সা.)-এর উপদেশ ১১৪

হাদিসের মহান শিক্ষা ও উপদেশ ১১৬-৩৬
- হাদিসের ঘটনা থেকে শিক্ষা ১১৯
- শিক্ষা : এক ১১৯
- শিক্ষা : দুই ১২১
- এই হাদিসের শিক্ষা হলো ১২১
- শিক্ষা : তিন ১২৩
- সকলের প্রতি আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানি ১২৬
- আল্লাহই সবার রক্ষক এবং ধ্বংসকারী ১২৭
- আল্লাহ প্রেমিকদের সম্মান ও মর্যাদা ১৩০
- হাদিসে সৎ-অসৎ লোকের সহচার্যের উপমা ১৩২
- মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা হল ১৩৩
- পরের ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকা প্রসঙ্গে বিশ্বনবীর শিক্ষা ১৩৩
- নবীর সাথে সালাতকারীর শাস্তি মওকুফ ১৩৪
- প্রিয় নবীর নিকট আনুগত্য প্রকাশকারীর কাফ্ফারা মওকুফ ১৩৪
- খারাপ লোকের সাথেও ভালো ব্যবহার বিশ্বনবীর মহান শিক্ষা ১৩৫

খিজির (আ.)-এর বদান্যতা সম্পর্কে মহানবীর শিক্ষা ১৩৭-৪৫
- মহানবী (সা.) কর্তৃক দাসমুক্তির তাগিদ ১৩৯
- দাসকে অপরাধের অধিক শাস্তি না দেওয়ার জন্য মহানবীর নির্দেশ ১৩৯
- সম্পদের বিতরণ সম্পর্কে মহানবীর শিক্ষা ১৪০
- হাতে কিছু না থাকলেও দান করার জন্য মহানবীর শিক্ষা ১৪১

- একটি দিরহাম হাতে থাকতেও মহানবী উঠলেন না ১৪১
- সাতটি দিনার রয়ে গিয়েছিল বলে মহানবীর অস্থিরতা ১৪২
- জামায়াত ছেড়ে মহানবী কর্তৃক বেদুইনের কাজ সম্পন্ন করা ১৪২
- মহানবীর বিনয় ও নম্রতার শিক্ষা ১৪২
- মহানবীর জীবনের আরেকটি ঘটনা ১৪৩
- আসসামু বলে মহানবীকে গালি দিল ১৪৩
- বদদোয়া চাইলেও বিশ্বনবী (সা.) তার জন্য দোয়া করেন ১৪৩
- উক্ত হাদিসের শিক্ষা ১৪৪
- মহানবীর জীবনে ধৈর্য ও সহনশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৪৪
- ঊর্ধ্বে কত দিন রোজা রাখা যাবে প্রসঙ্গে বিশ্বনবীর উপদেশ ১৪৪

বিলাসিতার প্রতি মহানবীর বিরাগশীলতা ১৪৬-৪৯

- প্রয়োজনীয় ইমারত ছাড়া বিলাসিতা মহানবী পছন্দ করতেন না ১৪৭
- উক্ত হাদিসের শিক্ষা ১৪৭
- পোশাক অপছন্দ হলে বিক্রি করে দেবে ১৪৭
- মহানবী (সা.) কর্তৃক সোনার আংটি বর্জন ১৪৭
- সোনার চিরুনির বদলে হাতের চিরুনি ১৪৮
- বিশ্বনবী (সা.) রেশমি কাপড়ের পোশাক বর্জন করলেন ১৪৮
- উক্ত হাদিসের শিক্ষা ১৪৮
- বিশ্বনবী (সা.)-এর রেশমি পোশাক বর্জন ১৪৮
- বিশ্বনবী (সা.) খেজুর পাতার পাটিতে শুতেন ১৪৮

মহানবীর কুদরতি মু'জিজা ১৫০-৫৭

- বিশ্বনবীর আঙুলের মাঝে ঝরনার প্রবাহ ধারা ১৫২
- বিশ্বনবীর গায়েবি খবরে কুবাছের ইসলাম গ্রহণ ১৫২
- বিশ্বনবী (সা.) কর্তৃক নাজ্জাশীর মৃত্যুর গায়েবি খবর ১৫৪
- বিশ্বনবীর মোবারক জবানে শহীদ মহিলার গায়েবি খবর ১৫৪
- উম্মতের জরুরি শিক্ষা সম্পর্কে মহানবী (সা.) ১৫৫
- বিশ্বনবীর এ হাদিসের শিক্ষা ১৫৫
- মহানবী (সা.) হলেন সহজ দ্বীনের প্রচারক ১৫৬
- উক্ত হাদিসের শিক্ষা ১৫৬
- উপহার তথা হাদিয়া সম্পর্কে মহানবীর শিক্ষা ১৫৬
- হাদিয়া না সদকা মহানবী (সা.) তা জিজ্ঞাসা করতেন ১৫৭

নবী প্রেমিক মুজাহিদ ১৫৮-৬৪

- মহানবীর গায়েবি খবরে আত্তাব ও হারিছের ইসলাম গ্রহণ ১৫৯
- মহানবী (সা.)-এর উপদেশ ও সায়াদের আরোগ্য লাভ ১৬০
- মহানবীর গায়েবি খবরে ফুজালাহ বিন উমায়েরের ইসলাম গ্রহণ ১৬১
- মহানবী (সা.)-এর নিকট সাহাবিগণের আদব বজায় রাখতে কুরআনের আয়াত ১৬১
- মহানবীর হাতে নিহত ব্যক্তি ১৬২
- মহানবী (সা.)-এর গায়েবি খবর ও কাযমানের আত্মহত্যা ১৬৪

হাদিসে আহলে সুফ্‌ফার ঘটনা ১৬৫-৭৩

- মহানবী (সা.)-এর মদিনা থেকে মওতা যুদ্ধের শহীদবৃন্দের অগ্রিম খবরদান ১৬৭
- মহানবী (সা.)-এর মহব্বতে আবু খায়ছামা (রা.)-এর গৃহত্যাগ ১৭০
- রাসুল (সা.)-এর নির্দেশ অমান্যকারীর পরিণতি ১৭২

হাদিসে নবী জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলি ১৭৪-৯২

- মহানবী কর্তৃক আরাশির হক আদায় করা ১৭৫
- রুকানার সাথে মহানবীর কুস্তি ১৭৭
- সুরাকার ঘোড়া ও বিশ্বনবী (সা.)-এর ঘটনা ১৭৮
- উকাশার (রা.)-এর তরবারি ও মহানবী (সা.)-এর কুদরত ১৮০
- নওফিলের বর্শা ও মহানবী (সা.)-এর গায়েবের খবর ১৮০
- সালমার (রা.) তরবারি ও মহানবীর কুদরতি ফয়েজ ১৮১
- ঝুলন্ত হাত মহানবীর লালা মোবারকে ঠিক হয়ে গেল ১৮১
- মহানবী (সা.)-এর কুদরতি হাতে হজরত কাতাদার (রা.)-এর চোখ ১৮২
- রাসুল (সা.)-এর মহব্বতে খেজুর বৃক্ষের ক্রন্দন ও হা-হুতাশ ১৮২
- মহানবীর কুদরতি হাতে হজরত জাবের (রা.)-এর পিতার ঋণ পরিশোধ ১৮৩
- মহানবীর কুদরতি দৃষ্টিতে সফরের খানা ১৮৪
- মহানবীর দোয়ায় শহীদ মহিলা সাহাবি ১৮৫
- মহানবীর দোয়ার বরকতে মুহাম্মদ বিন হাতিবের সুস্থ হাত ১৮৫
- মহানবীর দোয়ার বরকতে সুদর্শন আমর (রা.) ১৮৬
- মহানবী (সা.)-এর গায়েবি দৃষ্টিতে চিমটি দেওয়াকারীর পরিচয় ১৮৬

- রাসুলে পাক (সা.)-এর গায়েবি খবর ১৮৭
- মহানবী (সা.)-এর বরকতে উম্মে সুলাইমের ঘিয়ের পাত্র ১৮৭
- মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পালনে সুরাদ বিন আব্দুল্লাহর সাফল্য ১৮৮
- মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের পুরস্কার ১৮৯
- মহানবী (সা.)-এর মহানুভবতায় ছামামা নামক কয়েদির ইসলাম গ্রহণ ১৯০

হাদিসের মহান শিক্ষা ও উপদেশ

দানশীল ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর করুণাধারা

এক ব্যক্তি মহানবীর আদর্শকে লালন করে আসছিলেন। তাই মহান আল্লাহপাক তাঁর প্রতি বিশেষ করুণাধারা বর্ষণ করতে থাকেন। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির দানশীলতা ছিল মহানবীর আদর্শের জীবন্ত স্বাক্ষর। তাই রাসুলে করিম (সা.) ইরশাদ করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণ করছিল, হঠাৎ সে এক মেঘখণ্ড থেকে আওয়াজ শুনতে পেল যে, অমুকের বাগানে পানি দাও; শব্দটি শোনার সাথে সাথে মেঘখণ্ডটি কিছু দূর গিয়ে এক বালুকাময় ভূমির উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলো। এতে পানির স্রোত একটি নালা দিয়ে প্রবাহিত হতে লাগলো। তখন লোকটি উক্ত পানির স্রোত অনুসরণ করলো। কিছু দূর গিয়ে সে দেখলো, এক ব্যক্তি কোদাল দিয়ে আইল বেঁধে ঐ পানি তার ক্ষেতে ঢোকাচ্ছে। লোকটি ক্ষেতের মালিককে জিজ্ঞেস করলো; 'ভাই আপনার নাম কী?' বাগানের মালিক ঐ নামই বললো, যে নাম সে মেঘের মধ্যে শুনেছিল। এবার ক্ষেতওয়ালা সে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'ভাই আপনি কেন আমার নাম জানতে চাইলেন?' সে জবাব দিলো, 'এ পানি যে মেঘ থেকে বর্ষিত হয়েছে, তার মধ্য থেকে শুনতে পেলাম, আপনার নাম উচ্চারণ করে বলা হলো, 'অমুকের বাগানে পানি দাও'। আচ্ছা ভাই, আপনি এমন কী আমল করেন যার দ্বারা এমন মকবুল বান্দা হতে পারলেন?' বাগানওয়ালা বললো, 'আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন তখন আমাকে বলতেই হবে, এ বাগানে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা তিন ভাগ করে একাংশ গরিব-দুঃখীদেরকে দান করি, এক অংশ নিজ পরিবারের জন্য আর এক অংশ বাগানের উন্নতিকল্পে খরচ করি।'

সুবহানাল্লাহ! নবীর আদর্শের অনুসরণ করলে আল্লাহর কী অসীম অনুগ্রহ বর্ষিত হয় তার জ্বলন্ত উদাহরণ এখানেই। যে আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য তার কাজকর্ম এমনি গায়েবি সাহায্যে সম্পাদিত হয়ে যায়, যা সে জানতেও

পারে না। সত্যিই বলা হয়েছে—'যে আল্লাহ্‌র হয়ে যায় আল্লাহও তার হয়ে যান।'

কৃপণতার পরিণতি সম্পর্কে বিশ্বনবী (সা.)

একদা হজরত উম্মে সালামা (রা.)-এর ঘরে কিছু গোশ্‌ত হাদিয়া এসেছিল। রাসুলে পাক (সা.) গোশ্‌ত ভালোবাসতেন। তাই পতিভক্ত উম্মে সালামা (রা.) দাসীকে বললেন, 'গোশ্‌তটুকু তাকের উপর রেখে দাও। হজরত মুহাম্মদ (সা.) তা আহার করবেন।' দাসী তা রেখে দিলো। একটু পরেই দরজায় এক ভিক্ষুক এসে আওয়াজ দিলো, 'আল্লাহর নামে কিছু খাবার দিন, আল্লাহ বরকত দেবেন।' ঘরের ভেতর থেকে জবাব এলো, 'মা'ফ কর, আল্লাহ তোমাকেও বরকত দিন।' অর্থাৎ তোমাকে দেয়ার মতো কিছুই নেই। এ জবাব শুনে ভিক্ষুক চলে গেল। ইতিমধ্যে হুজুর (সা.) ঘরে আগমন করলেন এবং বিবি উম্মে সালামাকে বললেন, 'খাবার কিছু আছে কি?' তিনি জবাব দিলেন, 'জি হ্যাঁ, আছে।' এ বলে তিনি দাসীকে ঐ গোশ্‌ত আনতে আদেশ দিলেন। সে গিয়ে দেখে, গোশ্‌তের চিহ্নও নেই; বরং আছে এক টুক্‌রা সাদা পাথর। হজরত উম্মে সালামা সব কথা হুজুরের নিকট খুলে বললে তিনি বলেন, 'বেশ হয়েছে, ঘরে খাবার থাকার পরও ভিক্ষুককে না দিয়ে তুমি পাষাণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছ, তাই তোমার গোশ্‌ত পাথরে পরিণত হয়েছে।'

উপদেশ : একটু চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহর নামে অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুককে না দিয়ে যে ব্যক্তি শুধু নিজের উদর পূর্ণ করে, সে যেনো পেটে পাথর পুরলো। ফলে তার অন্তর ক্রমেই পাথরের ন্যায় কঠিন হতে থাকে। এরূপ পরিণাম আল্লাহ সকলের চর্মচক্ষে দেখান না। কিন্তু নবী পরিবারের প্রতি আল্লাহর অসীম রহমত। এজন্য তিনি তা দৃশ্যমান করে এ থেকে আমাদের শিক্ষাদানের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে দিলেন। আমরা যেন প্রত্যেকেই এরূপ কাজ থেকে বাঁচার সুযোগ লাভ করি।

অকৃতজ্ঞতার পরিণাম সম্পর্কে মহানবীর শিক্ষা

একদা রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, বনি ইসরাইল গোত্রে তিনজন লোক ছিল। একজন কুষ্ঠ রোগী, অপর জন মাথায় টাকপড়া এবং আরেকজন ছিল অন্ধ। আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি তাদের নিকট এক ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা ফকির বেশে প্রথমে কুষ্ঠ রোগীর নিকট গিয়ে বললো, 'তুমি কী চাও?' সে জবাব দিল, 'আমি আল্লাহর নিকট আমার এ কুৎসিত রোগটির নিরাময় চাই। আমার দেহ নতুন চামড়ায় নতুন রূপ ধারণ

করুক। কারণ মানুষ আমাকে ঘৃণা করে, লোক সমাজে বসতে দেয় না।' ফেরেশতা তার গায়ে হাত বুলিয়ে তার জন্য দোয়া করলো। মুহূর্তের মধ্যে লোকটি আরোগ্য লাভ করলো। তার দেহ নতুন রূপ ধারণ করলো। এরপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোন সম্পদ পছন্দ কর?' সে বললো, 'উট।' তখন ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী উট এনে দিল এবং আল্লাহর নিকট বরকতের জন্য দোয়া করলো।

তারপর ফেরেশতা মাথায় টাকপড়া লোকটির নিকট গিয়ে বললো, 'তুমি কী চাও বাবা?' সে জবাব দিলো, 'আমি চাই, আমার টাক দূর হোক; যে কারণে লোকে আমাকে ঘৃণা করে।'

ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলো। অমনি তার মাথার টাক দূর হয়ে নতুন চুল গজালো। এরপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কোন মাল পছন্দ?' সে জবাব দিলো, 'গাভী।' তখন তাকে একটি গর্ভবতী গাভী এনে দিলো এবং বরকতের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করলো।

অবশেষে ফেরেশতা অন্ধ লোকটির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার মন কী চায়?' উত্তরে সে বললো, 'আল্লাহ আমার চোখ দু'টিতে দৃষ্টিশক্তি দিন যেন আমি একবার এ দুনিয়া দেখতে পাই।' ফেরেশতা চোখে হাত বুলিয়ে দোয়া করলো। সাথে সাথে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। অতঃপর ফিরেশতা বললো, 'তুমি কোন সম্পদ পছন্দ কর?' সে বললো, 'ছাগল।' তখন ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভবতী বকরি এনে দিলো এবং বরকতের জন্য দোয়া করে চলে গেল।

কিছু দিনের মধ্যেই এ তিনজনের উট, গরু ও ছাগলে মাঠ ভরে গেল। উটধারী ব্যক্তির বিশাল উটের খামার হয়ে গেল, গরুর মালিকের প্রচুর গরুর খামার হয়ে গেল এবং ছাগল ওয়ালার প্রচুর ছাগলের খামার তৈরি হল। ক্রমে তারা প্রত্যেকেই ধনবান হয়ে গেল। কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর আল্লাহর হুকুমে ঐ ফেরেশতা এক ফকিরের বেশে প্রথমে উটওয়ালার (কুষ্ঠরোগীর) নিকট গিয়ে বললো, 'জনাব, আমি একজন বিদেশি মুসাফির। আমি বড়ই অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমার বাহন জন্তুটিও মারা গেছে। আপনি আমাকে কিছু সাহায্য করুন। যে আল্লাহ আপনাকে দেহের সুন্দর রূপ ও সুশ্রী চেহারা দান করেছেন তার নামে আমি আপনার নিকট একটি উট প্রার্থনা করছি। যাতে চড়ে আমি দেশে ফিরে যেতে পারি।'

একথা শুনে লোকটি বললো, 'হতভাগা কোথাকার! এখান হতে দূর হও। আমার নিজেরই কত প্রয়োজন। তোমাকে দেয়ার মতো কিছুই নেই।' তখন ফেরেশতা বললো, 'ভাই! আমি আপনাকে চিনি মনে হচ্ছে—আপনি কি কুষ্ঠ